উত্তর আধুনিক কবিতা প্রকৃত প্রস্তাবে বাঙালি কবিতা

অশোক কুমার রায়

রবীন্দ্রনাথের পরে আধুনিক কালে কবিতার যে যুগ চলছে তা স্তিমিত হয়ে পড়েছে— মাঝে মাঝে এরকম বোধ হতে থ াকলেও এ সম্বন্ধে স্পষ্ট কোন মীমাংসায় পৌঁছানো এখনই সম্ভব নয়। এ পর্যন্ত যা' লেখা হয়েছে স্থির ভাবে সংকলিত করলে দেখা যাবে প্রায় একটা প্রধান কাব্যের যুগের ভিতর দিয়ে চলেছি আমরা সকলকে অতিক্রম করে একজন কি দু'জন কবির নিঃসন্দেহ শ্রেষ্ঠতা এ যুগে ফুটে উঠেছে কিনা এখনো ঠিক ধরতে পারা যাচ্ছে না, পনেরো— কুড়ি বছর পরে আরো স্পষ্ট ভাবে বুঝতে পারা যাবে আশা আছে সেই সময়, আমার মনে হয়, এ যুগের পরিসমাপ্তিও হবে।

জীবনানন্দের প্রখর উচচারণের পর দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর পার করে একবিংশ শতাব্দীরও তৃতীয় বর্ষে এসে দাঁড়িয়েছি। আর কবিতা- বাংলা কবিতার কথা ভাবছি এবং তাতে সিদ্ধান্তে আসতে চাইছি যে নতুন সন্ধির অন্বেষনে বাংলা কবিতা যথো চিত গরিমা ফিরে পেতে চায় আজ। উপনিবেশিক আধুনিকতার প্রতি অতিরেক বশ্যতার কারণে বাংলা আধুনিক কবিত াবলী একধরণের অনুকারী দক্ষতা আয়ত্ত করেছে ঠিকই, প্রকৃত প্রস্তাবে, বহুমাত্রিক জীবনের তাপ ও অনুরাগ যোগ্যমাত্রায় সে স্পর্শ করতে অপারক হয়েছে তারও চেয়ে বেশি বৈ কম কখনো নয়। ঐতিহাসিক চেতনায় সে-জীবন হল আবহমানক ালের বাঙালি জীবন এবং ঐ জীবন নি সৃত লোকায়তিক প্রজ্ঞার রূপ ও ঐর্যের পুনরধ্যয়ন।

বাংলা কবিতার অনুকার দক্ষদের বিপরীতে মৌলিকভাবে যারা ঐ-মার্গের প্রকৃষ্ট বাঙালি - কবিতা রচনা করে কিংবা বাঙা লির মানবীয় আকাঙ্খাসমূহ প্রকাশে পালায়, বাউলের অধ্যাত্মে, মুর্শিদা, ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, কীর্তন, মারফতিগীতির ধারায় অন্বরতা অর্জ্জন করেছে লোক-সাধারণে- তাদের প্রতি সুবিচারে অবিরল কুণ্ঠা দেখিয়েছে পূর্বোক্ত প্রাতিষ্ঠানিক অনুকারদক্ষরা। মার্জিত একটা বাকভঙ্গি নিজেদের কবিতা এবং কবিতানিষ্ঠ গদ্যরচনায় বরাবরই মুদ্রিত করতে গিয়ে প্রজন্মের পর প্রজন্মের বিপুল কবিকে এরা দীর্ঘকাল অভিভূত করে রাখতে সক্ষম হলেও আজ এবং আগমীকালের জন্যে অনুরূপ প্রক্রিয়া অনেকটাই সম্ভবনারহিত এখন- তা স্পষ্ট। নতুন সময়ের কবিতা চিন্তা মনোযোগ দাবি করছে কবিতা হওয়া চাই বাঙালির সামগ্রিক জীবনবেদের সম্পূর্ণ রসায়নে বিশ্বের ঐহিক কবিতা। যেমন হোসে হারনানদেজ্; বেন দাবিও ; ফেদেরিকো গারথিয়া; লোরকা; ল্যাংষ্টন হিউজেস; লিও পোল্ডসেনার সেংঘোর; পাবলো নেদা; গোপাল কৃষ্ণ আদিগ া; রবার্ট ফ্রষ্ট; চেরাবান্দারাজু; যোসেফ ব্রডস্কি; ডেরেক ওয়ালকট প্রভৃতি নিজ জাতীয় জীবনের আচার ও ভূগোলের যশে াগাথা সৃষ্টি করে পৃথিবীর অবিস্মরণীয় কবি সত্তা হয়েছেন। সেই সব কবিতা, যে-গুলি আধুনিক কালের ইয়োরোপ বা হিত কলা কৈবল্যও তার অনুষ্যঙ্গ বিশাল নাস্তির ভেতর এক ধরনের Intelectual masturbation ও বিকৃতি-অবক্ষয়ের চংক্রমনবৃত্তিতে বিপুল-বৃহত্তর গণমানুষের আবেগ-অনুভূতি, জীবনদর্শনের লোকায়ত মনীষাকে ইউরোপের ভিন্ন প্রেক্ষিত ও ভিন্ন কান্তি বিদ্যার শিক্ষায় এক প্রকার হেলা করেছে এবং যোগ্য পাঠন প্রক্রিয়ায় স্থান দেয়নি- সেই সব কবিতা এড়িয়ে উপনিবেশ পূর্ব আর উপনিবেশিককালের উদ্দেশ্যমূলক শিক্ষাকে প্রয়োজন মত আত্মস্থ ও ব্যবচ্ছেদ করে স্বভূমি-লগ্ন থেকে যারা বাঙালি জাতির শুদ্ধ আবেগ ও সৃজনমুখি জীবনচর্যাকে শিল্পিত অবয়বে-কবিতায়, চাকলায়, সঙ্গীত, ভাস্কর্যে, নাটকে সমুজ্জল করেছেন তাদের উত্তরাধিকারকে প্রাধিকার ভিত্তিতে সংশ্লেষনের মাধ্যমে স্বদেশের নিসর্গ-প্রতিবেশ, অদিবাসীও

উপজাতির পতিত ও নিগৃহীতের মানবীয় শব্দ পুরাণ যুগপৎ যা পায়রার কম্পমান বুকের মত মায়াময় আর অমর পৃথিবীর অভিন্ন মানবিক চিতে দীপ্যমান হতে পারে তেমন বাঙালী কবিতার প্রয়োজনীয়তা এখন প্রবলভাবে আক্রান্ত করছে সমকালকে সন্দেহ নেই।

এই বক্তব্যের গর্ভে অগ্রসরমান বিজ্ঞান-প্রযুক্তির প্রভাবশালী গণমাধ্যমের প্রসঙ্গটিও রাখা যেতে পারে নিশ্চয়ই। সঙ্গত বিবেচনায় বিপুল প্রসারি স্যাটেলাইট সংস্কৃতির চমকদার ও তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়াজাত নেতিবাচক সামাজিক আলোড়ন ও তণ মানসের বিচ্ছিন্নতা প্রবণতা নিঃসন্দেহে এ'সময়ের অন্য একটি গুত্ববহ পরিপ্রেক্ষিত। অন্যদিকে এই বাস্তবতা স্বীকার কর ার অর্থই দাঁড়ায় নিজস্ব সংস্কৃতি ও জীবন সত্যের ধারাবাহিক সভ্যতাকে আমাদের রাজনীতি থেকে শিল্পাঙ্গনের সমস্ত সুকুমার অনুষঙ্গে ব্যাপকভাবে উদযাপনে ব্রতী হওয়ার দ্যোতনায় জাগ্রত হওয়ায়। কেননা কোন জাতির নিজস্ব সভ্যতা চেতনা জাগানো অনুষঙ্গগুলি উপনিবেশের উপস্থিতি ও নানা ধরণের পাহারা-দারিত্বের কারণে সাময়িক ভাবে আড়ালে থেকে গেলেও কখনোই চিরকালের জন্যে এর বিনাশ ঘটেনা কিংবা বিনাশ ঘটানো কোনো অভিসন্ধি মূলক রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় সম্ভবও হয় না। হাজার বছরের জীবনধারায় পুষ্টও সংহত ইহলৌকিকতায় জায়মান একটি জনপদের লোকায়ত মানব মনীষা তার মূল্যবোধ ও সংস্কারকে পরম্পরায় প্রবাহিত রাখবার জন্যে এক ধরনের গূঢ় আভিজাত্যের অহংবোধ ল ালন করে। এ' আমরা অনুভব করি আমাদের যাপিত এবং যাপমান জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা ও ক্রিয়াকাণ্ডে। শুধু প্রাচ্যে ব া প্রতীচ্যে নয় পৃথিবীর তাবৎ সভ্যতাগুলির চিরকালিক ও সমকালিক অনুধ্যানও এই সত্যকে প্রকটিত করে।

সভ্যতার ধারাটি যেহেতু সর্বত্র, সর্বদেশে একইরকম ও একই আদর্শ-অনুসারী নয়- অতএব ভুখণ্ড, আবহাওয়া ভেদে, সংস্কৃতিবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি ভেদে সভ্যতা ভিন্ন মূল্যবোধের হতে পারে। ফরাসি জাতির আদব-কায়দা জাপানি সভ্যভব্যতায় কিংবা কালো আফ্রিকার গোষ্ঠিগত ঐতিহ্যবোধ আর ইয়োরোপের বিচ্ছিন্নতাতাড়িত সভ্যতার বোধ এক এবং অভিন্ন কখনোই নয়। অন্যদিকে শুধুমাত্র ভিন্নতার কারণে একে অন্যকে অসভ্যের তকমা সেঁটে দেবে- তারও জো নেই কোথাও। যদি বা তা প্রয়োগে দেখতেও পাওয়া যায় কোথাও, সেটি যে অতি-অবশ্য আত্মম্ভরিতা ও আগ্রাসী হঠকারিতার নাম ান্তর-তা না বললেও বোধগম্য। পাশ্চাত্যের শিল্পবিচারের মানদণ্ডকে যদি চিতা আর সৌন্দর্যের নির্মাণ ও অবলোকনের অভ্রান্ত, স্থির বিষয় বলে মান্য করা হয়, তা হলে এ কথাও স্মরণ রাখা জরি যে ঐ আধুনিক ইয়োরোপীয় সভ্যতাও, প্রকৃত পক্ষে, সয়ম্ভূ কোন সভ্যতা নয় আদৌ। রেনেসাঁসের মাধ্যমে আতস্থ করা সভ্যতা মাত্র। অর্থাৎ পূর্ববর্তী মৃত, ধবংস প্র াপ্ত, অধিকৃত অতঃপর লুণ্ঠিত সভ্যতাগুলির সারাৎসারে গড়ে ওঠা এ। আদিম কৌম-সমাজ, ভারতীয়, পারস্য, হরপ্পা, ম ায়া আজটেক, গ্রীক, ইসলামী প্রভৃতি ঋদ্ধিমান সভ্যতা গুলির ইতিবৃত্তে সুন্দর আবাসিক ব্যবস্থাপনা, অগ্রসর নগর ভাবন া, প্রকৃতি ও পুষের অপূর্ব সব কীর্তি ও গাথার সাম্মানিক উল্লেখ পাই। চিরায়ত কাব্য, সঙ্গীত, নৃত্যকলা ও অভিনয় শিল্পের গুণগান আমরা পাই। পাশ্চাত্যের কিছু সত্যসন্ধ মনীষীর পর্যবেক্ষণে যেমন পাই তেমনি প্রাচ্যের, আফ্রিকার, লাতিন অ ামেরিকার জ্ঞানীগণের বিশ্লেষণেও পাই। সেই সব মহামানব সভ্যতার নির্যাসিত কস্তুরী- খণ্ডগুলি আজকের ইউওরোপ অ াত্মীকরণে সুসভ্য হয়েছে মাত্র। এ-ক্ষেত্রে তাদের মনন ও চেতনার রঙ্ মিশে গিয়ে একটা অনন্যরূপতা এনেছে বলে হয়তো তারা গর্ব করে কিন্তু সেই আত্মগর্বী উচচারণ আজ নিষ্প্রভ, ম্লান ও ক্ষয়িষ্ণু বৈ নয়। দেশে দেশে নিজস্ব জীবন ও গাথার গরীয়ান উদ্ভাসনে একটা নতুন তাৎপর্যশীল পৃথিবীর মুখাবয়ব জলপদ্মের মত ধীরে জেগে উঠেছে। আর সেখানে বাংলা এবং বাঙালীও তার হাজার বছরের সোনালী সম্ভারের নতুন চিন্তন ও কান্তি দর্শন নিয়ে যোগ দেবে এবং মহামানবের স াগর তীরে উদাও কণ্ঠে গাইবে

ঘরে অচ্ছই বাহিরে পুচ্ছই।
পই দেকখই পড়বেসী পুচ্ছই।"
(বৌদ্ধগান ও দোঁহা)

सृष्टिसन्धान

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com